দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি খেদমতে চলমান প্রচেষ্টার ৪৩ বছর পূর্ণ হওয়াতে “মাসিক ফয়যানে মদীনা”র বিশেষ সংযোজনের নামকরণ

ফয়যানে দাওয়াতে ইসলামী

উপস্থাপনায়: মাসিক ফয়যানে মদীনা বিভাগ (দাওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে দাওয়াতে ইসলামী

ঘরে ঘরে দাওয়াতে ইসলামী দিবস পালন

(২৩ মুহররামুল হারাম ১৪৪৩ হি:/১-৯-২০২৪)

লিখক: শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ।

ইয়াউমে দাওয়াতে ইসলামী জশন হে ঘর ঘর,
মুস্তফা কে দিওয়ানে, কিউঁ না ঝুমে খুশ হো কর॥
হাম কো দাওয়াতে ইসলামী কা হে দিয়া মাহোল,
তেরা শুকর আদা কিউঁ কর, হো খোদায়ে বাহরো বার!
আও দাওয়াতে ইসলামী পিলায়ে গি পিয়াসো!
উলফতে মুহাম্মদ কে, খুব জাম ভর ভর কর॥
সিখো আ-কে কুরআঁ তুম অর নামায পড়না তুম,
আ-কে দাওয়াতে ইসলামী মে পাও রব কা ডর॥
হজ্ব কা জযবা মিলতা হে, যওক্বে তাইবা বাঢ়তা হে,
লে লো দাওয়াতে ইসলামী মে আ-কে ইয়ে গোহার॥
ওয়াস্তা তুঝে মাওলা! সবয সবয গুম্বদে কা,
আ-ল অর সাহাবা কা, ইশকে তু ইনায়াত কর॥
জিস কো দাওয়াতে ইসলামী খোদা নে দি আত্তার,
খুশ নসিবি হে উস কে হে বড়া ওহ বাখতাওয়ার॥

www.dawateislami.net

আ'লা হযরতের স্বপ্নের একটি ব্যাখ্যা হলো "দাওয়াতে ইসলামী"

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিসে শূরার নিগরান

মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

অনেক বছর পূর্বে হিন্দের এক আলিমে দ্বীন আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচিতে তাশরিফ আনেন। যখন তিনি সিঁড়ি দিয়ে ফয়যানে মদীনার বিস্তৃত মাঠে কদম রাখলেন আর দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার দৃষ্টিনন্দন ভবন ও আশিকে রাসূলের বিশাল সংখ্যা দেখলেন তো প্রশান্তময় হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলতে লাগলেন: ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বীনের খিদমতের যেই স্বপ্ন ছিলো আজ আমি নিজের চোখে সেটার ব্যাখ্যা দেখতে পাচ্ছি।

কিঁউ রেযা আজ গলি সুনি হে উঠ মেরে ধূম মাছানে ওয়ালে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আহলে সুন্নাতের একটি স্বপ্ন কী ছিলো? ১৫ জুমাদাল উখরা ১৩৩০ হিজরীতে একজন প্রশ্নকারীর উত্তরে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহলে সুন্নাত ও ওয়াল জামআত টিকে থাকা ও উন্নতির জন্য "১০টি নির্দেশনা" বলেছেন:

(১): আজিমুশশান মাদরাসা চালু করা। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক ইলমে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া হবে। (২): শিক্ষার্থীদের হাদিয়া দেওয়া যাতে তারা (নেকীর প্রতি ধাবিত) হয়। (৩): শিক্ষকদেরকে মানসম্মত সম্মানী প্রদান করা যাতে লোভ থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। (৪): শিক্ষার্থীদের

www.dawateislami.net

যোগ্যতার যাচাই করা যে যে কাজের অধিক যোগ্য হয় তাকে স্বাভাবিক হাদিয়া দিয়ে তাতে লাগিয়ে দেয়া। এইভাবে তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষক প্রস্তুত করা, কিছু ওয়ায়েজিন, কিছু লিখক, কিছু মুনাযিরিন, অতঃপর লেখনী ও মুনাযারার মধ্যেও বন্টন পদ্ধতি হওয়া, কেউ কোন শাস্ত্রে আবার কেউ কোন বিষয়ে। (৫): তাদের মধ্যে যেই প্রস্তুতি হবে তাকে সম্মানী প্রদান করে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যাতে তাদের লেখনী ও গবেষণা এবং আলোচনা দ্বারা ইলমে দ্বীন ও ধর্মের প্রচার হয়। (৬): দ্বীনের সহায়তা ও বদ মাযহাবীদের খন্ডনে উপকারি কিতাব ও পুস্তিকাসমূহের লিখকদের উপযুক্ত সম্মানী দিয়ে রচনা করা। (৭): লিখিত কিতাব ও রিসালা খুব সুন্দর ও ভালো ফ্রন্ট দিয়ে ছাপিয়ে দেশের মধ্যে বিনামূল্যে প্রকাশ করা। (৮): শহর শহরে আপনাদের প্রতিনিধি থাকা যেখানে যেরকম ওয়ায়েয বা আলোচক অথবা লিখনী প্রয়োজন পড়ে তারা আপনাদেরকে সেটা জানাবে। আপনারা শত্রুদের দমনের জন্য নিজেদের সিপাহি, ম্যাগাজিন ও পুস্তিকা পাঠাতে থাকবেন। (৯): আমাদের মধ্যে যারা কাজ করতে সক্ষম ও নিজেদের জীবিকা নির্বাহে নিয়োজিত রয়েছে তাদের জন্য হাদিয়া নির্ধারণ করে সমৃদ্ধশালী করা, আর যেই কাজে তারা পারদর্শী তাদেরকে সেই কাজে লাগিয়ে দেয়া। (১০): আপনাদের ধর্মিয় পত্রিকা (Religious Newspaper) ছাপানো এবং মাঝে মাঝে প্রত্যেক প্রকার ধর্ম সহায়ক বিষয়বস্তু সকল দেশে মূল্যে বা বিনামূল্যে প্রতিদিন হোক বা সপ্তাহিকভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৯/৫৯৯ পৃ:)

ইমামে আহলে সুন্নাতের এই দশটি নির্দেশনা সম্বলিত স্বপ্নের ইলমী বাস্তবায়নের জন্য আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে হক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীও এই নির্দেশনাগুলোকে বাস্তব রূপ ধারণ

www.dawateislami.net

করানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আসুন! এই নির্দেশনাকগুলোর আলোকে দাওয়াতে ইসলামী খিদমতসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ করে নিই।

(১) আজিমুশশান মাদরাসা: ইলমে দ্বীনের প্রচারের জন্য শিশুদেরকে আলিমে দ্বীন বানানোর জন্য ১৪২৫টি জামেয়াতুল মদীনা, নাযেরা ও হিফযে কুরআনের শিক্ষার জন্য ১৫০৪৮ মাদরাসাাতুল মদীনা রয়েছে পাশাপাশি দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার বাস্তবায়নের জন্য ১৬৩টি দারুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেগুলো থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী আলিমে দ্বীন বের হয়েছে এবং হাজার হাজার তৈরী হচ্ছে, একইভাবে লক্ষ লক্ষ শিশুরাও হিফয ও নাযেরা শেষ করেছে এবং হাজারো শিক্ষার্থী এখনো অধ্যয়নরত আছেন। শুধুমাত্র এটাই নয় বরং অল্প বয়সে ইলম থেকে বঞ্চিত থাকা ব্যক্তিদের জন্য ৬৮ হাজারের চেয়েও অধিক মাদারিসুল মদীনা (প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং অনলাইনে পড়তে আগ্রহীদের জন্য খুবই সুন্দর পদ্ধতিতে আলাদা অনলাইন হিফয ও নাযেরা এবং আলিম কোর্স করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২) শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা: যতদূর শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধার বিষয়টি তো আবাসিক ছাত্রদের জন্য মানসম্মত খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাখাসসুস ফিল ফিকহ, তাখাসসুস ফিদ দাওয়াত, তাখাসসুস ফিল হাদীস, তাখাসসুস ফিল লুগাত এবং অন্যান্য বিষয়াদি অধ্যয়নকারীদের আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।

(৩) শিক্ষকদের হাদিয়া: শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা পর্যবেক্ষণ করা তো জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের

www.dawateislami.net

মাসিক নির্ধারিত সম্মানী (Salary) দেয়ার সাথে সাথে রমযানুল মুবারকে বোনাস ও নির্ধারিত ছুটি না করা অবস্থায় প্রত্যেক ছয়মাস পর পর Leave Encashment ও দেয়া হয়ে থাকে। শুধু এতটুকু নয়, উত্তম ও উপযুক্ত মর্যাদার ভিত্তিতে বাৎসরিক বৃদ্ধি (Increment) ও দেয়া হয়ে থাকে এবং মেয়াদ অনুযায়ী গ্রেড ও বেতনও বৃদ্ধি করা হয়। এবং চিকিৎসা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক ও শিক্ষিকাদেরও নির্দিষ্ট শর্তাবলির সাথে মেডিকেল খরচ প্রদান করা হয়ে থাকে।

(৪) শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন ও বন্টন কার্য: শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজে লাগিয়ে দেয়ার বিষয়টি দেখেন তো জামেয়াতুল মদীনা থেকে অবসর হওয়ার পর যদি "মাদানী"[১] ইসলামী ভাই পাঠদানের উপযুক্ত এবং আগ্রহী হয় তবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হয় আর তাকে শিক্ষকতার দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। মুফতি হওয়ার যোগ্যতা ও আগ্রহী মাদানীদের তাখাসসুস ফিল ফিকহ ও সেটার পর তাদরিব (অর্থাৎ ফতোওয়া লিখার অনুশীলন) করানো হয় এবং সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতে নিজের খিদমত পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। ইলমে হাদীসে আগ্রহী মাদানীকে তাখাসুস ফিল হাদীস করানো হয়। মাদানী ওলামাদের ইংলিশ, আরবী, বিজ্ঞান ইত্যাদি (বিভিন্ন ভাষা) শিখানো হয়ে থাকে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন দেশে শিক্ষকতা ও নেকীর দাওয়াতের জন্য পাঠানো হয়। এছাড়াও দাওয়াতে ইসলামীতে লেখনী ও রচনার একটি গবেষণামূলক "আল মদীনাতুল ইলমিয়া" নামক

১. জামেয়াতুল মদীনা থেকে পড়ালেখা শেষ করা ইসলামী ভাইকে "মাদানী" ও ইসলামী বোনদেরকে "মাদানীয়া" বলা হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

(Islamic Research Centre)" ও রয়েছে, লেখনীর কাজে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্নদেরকে এই বিভাগের মধ্যেও সংযুক্ত করা হয়ে থাকে।

(৫) দেশে ও বহির্বিশ্বে মুবাল্লিগের ব্যবস্থাঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী ওলামাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে পাঠানো হয়ে থাকে যেখাসে সুন্নাতে ভরা বয়ান ও ইনফিরাদি কৌশিশ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্বীনের খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, এজন্য তাদেরকে বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়ে থাকে।

(৬) কিতাব রচনা করাঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه একাজের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর বিভাগ "আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Centre)" নিয়োজিত রয়েছে। এই বিভাগের দুইটি শাখা করাচিতে (পাকিস্তান) রয়েছে আরেকটি শাখা ফয়সালাবাদ রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে সম্মিলিতভাবে ১৫০ জনের চেয়েও অধিক মাদানী ওলামায়ে কেরাম রচনা ও লেখনী, অনুবাদ ও নিরীক্ষণ ইত্যাদির কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এসব ওলামায়ে কেরামদের নির্ধারিত হাদিয়া প্রদান, বাৎসরিক বোনাস ও অর্ধ বাৎসরিক (বিভিন্ন Leave Encashment প্রদান করা হয়। এই মাদানী ওলামাদের লেখনীর প্রচেষ্টায় প্রায় ৯৩৪ এর কাছাকাছি কিতাব ও পুস্তিকা দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে খুবই সুন্দরভাবে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে যেখানে ৮৫০টির চেয়েও অধিক কিতাবও রিসালা রয়েছে যা কিতাবাকারে ছাপানো সম্ভব হয়নি বরং শুধুমাত্র PDF আকারে রয়েছে তা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ রয়েছে "অনুবাদ বিভাগ (Translation Department)" "অনুবাদ বিভাগ"

www.dawateislami.net

ও মদীনাতুল ইলমিয়্যা ও আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও রিসালাসমূহ বিশ্বের অন্যতম দেশসমূহে প্রায় ৩৭টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়ে থাকে।

(৭) বিনামূল্যে বই সরবরাহঃ যতদূর কিতাব ও রিসালা আশিকানে রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার সম্পর্ক, তো اَلْحَمْدُلِلّٰه এই মহান কাজের জন্য "রিসালা বন্টন মজলিস" গঠন করা হয়েছে যা আশিকানে রাসূলের রিসালা বন্টনের খাতে জমাকৃত অনুদান ব্যবহার করে হাজারো কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহ আশিকানে রাসূলের নিকট পৌঁছিয়ে থাকে। এছাড়া এই বিভাগের অধীনে অনেক ওলামায়ে আহলে সুন্নাত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গদের মাসিক কিতাব ও রিসালা উপহার দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও দাওয়াতে ইসলামীর আইটি মজলিসের পরিচালনায় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব ও রিসালাসমূহ দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net এ আপলোড করা হয়ে থাকে, যেখান থেকে সেগুলো ফ্রি ডাউনলোড ও প্রিন্টআউটও করা যেতে পারে।

(৮) শহরের মধ্যে নিগরান নিযুক্তঃ শহরে শহরে নিগরান (সভাপতি) নিযুক্ত করে মাদানী ফুলের উপর আমলও করা হয়েছে। এজন্যই দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সেটআপ খুবই সুশৃঙ্খল। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কার্যাদি বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনেক বিভাগের মাধ্যমে হচ্ছে। নিগরান নিযুক্ত রয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী মুশাওয়ারাতের মাধ্যমে দ্বীনি কাজ করা হচ্ছে। একইভাবে ইসলামী বোনদের মধ্যেও দ্বীনি কাজ সুশৃঙ্খল করার জন্য "আন্তর্জাতিক মজলিস

www.dawateislami.net

মুশাওয়ারাত” এর পরিচালনায় তাদেরও সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে এবং ইসলামী বোনেরা শরয়ী পর্দা রক্ষা করে দ্বীনি কাজ করে থাকে। সারা বিশ্বে দাওয়াতে ইসলামীর এই সেটআপটি মজবুত রাখার জন্য “মারকাযি মজলিসে শূরা” প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এইভাবে অসংখ্য মুবাল্লিগা হাজারো দায়িত্ব আপন আপন স্থানে দ্বীনি কাজের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে আর মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের খুবই প্রচার প্রসার করছে।

(৯) দ্বীনি বিভাগে নিয়োগঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনাধীন যোগ্যতা সম্পন্ন মাদানী ওলামাদের নেকীর দাওয়াত সারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেয়ার মহান কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

(১০) প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহারঃ প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আমাদের জীবনে যেই ভূমিকা রাখে সেটা কারো অজানা নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয়টির মাধ্যমে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চর্চা ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। সুতরাং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আহলে সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য যেখানে দাওয়াতে ইসলামী মাকতাবাতুল মদীনা অনেকবছর পূর্বে গঠন করেছে সেখানে ২০১৭ সাল মোতাবেক রবিউস সানী ১৪৩৮ হিজরীতে মাসিক ফয়যানে মদীনারও শুরু করেছে যেটা আকর্ষণীয়তা ও মূল্যবান বিষয়ে পরিপূর্ণ ও নিজের মনোমুগ্ধকর অবদানের কারণে আহলে সুন্নাতের জনসাধারণের নিকট গ্রহনীয়তা অর্জন করে নিয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ম্যাগাজিন ৭ ভাষায় উর্দু, ইংলিশ, আরবী, হিন্দি, গুজরাটি, বাংলা ও সিন্দিতে প্রকাশ হয়ে থাকে। এছাড়াও আইটি মজলিসের পরিচালনায়

www.dawateislami.net

বিভিন্ন মাদানী ওলামায়ে কেরাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (Articles) লিখে সাপ্তাহিক বা মাসিকভাবে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট এ আপলোড করে থাকে যেখানে সারা বিশ্বের আশিকানে রাসূল এই গ্রহণযোগ্য (Authentic) ও উপকারী বিষয়াদি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক এবং আ'লা হযরতের দর্শনকে আরও প্রচার প্রসার করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আকীদায়ে খতমে নবুয়তের সচেতনতা ও সুরক্ষায় দাওয়াতে ইসলামীর ভূমিকা

ওয়ায়েস ইয়ামিন আত্তারী

এটি গ্রহণযোগ্য আকীদা ও ঈমান যে, আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর যুগে ও তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। মুসলমানরা এই আকীদাকে "আকীদায়ে খতমে নবুয়ত" বলে থাকে, এই আকীদার প্রচার ও হেফাযতের জন্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে ইযাম, মুফাসসিরিন ও মুহাদ্দিসিন, বুযুর্গানে দ্বীন, ওলামায়ে কামিলিন এবং মুবাল্লিগিন তাঁদের খিদমত পেশ করেছেন আর اِنْ شَآءَ الله করতে থাকবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীও বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন বয়ান, ফতোওয়া, লেখনী, দরস ও তাদরিস, মাদানী চ্যানেলের প্রোগ্রাম, সোশ্যাল মিডিয়া, কোর্স ও কবিতা আকারে "আকীদায়ে খতমে নবুয়ত" এর সচেতনতা এবং সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আসুন! এটার কিছু ঝলক দেখে নিই:

www.dawateislami.net

বয়ান ও মুযাকারা এবং আলোচনা: দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে "খতমে নবুয়ত" এর বিষয়ে বয়ান করা হয়ে থাকে, এছাড়া শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "মাদানী মুযাকারায়" বিভিন্ন বিষয়ে হওয়া প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি খতমে নবুয়তের ব্যাপারে করা প্রশ্নের উত্তর ইশক ও ভালোবাসাপূর্ণ ধরনে দিয়ে "আকীদায়ে খতমে নবুয়ত" এর সুরক্ষা বজায় রাখেন, এক মাদানী মুযাকারায় যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কাদিয়ানীদের ব্যাপারে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তখন সেটার প্রতি প্রভাবিত হয়ে একজন কাদিয়ানি তার বাতিল আকিদা থেকে তাওবা করে ইসলাম কবুল করে। তিনি আলোচনার মাঝখানেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনী আলোচনা করেন তো তখনো আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অথবা আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

ফতোওয়া সমূহ: দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (দাওয়াতে ইসলামী) লেখনীর মাধ্যমে, মুখে, ফোন কল, ই-মেইল, ওয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মুসলমানদের শরয়ী নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতিয়ানে কেরামগণও আকীদায়ে খতমে নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্নাবলি "কাদিয়ানী কারা?", কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক রাখার বিধান", কাদিয়ানীদের সাথে মিলে ব্যবসা করা কেমন?", মুসলমানরা কাদিয়ানীদের কাছ থেকে বিনামূল্যে ঔষুধ নেয়া কেমন?" এসব বিষয়ে ফতোওয়া দিয়ে আকীদায়ে খতমে নবুয়তের হেফাযত ও এই আকীদার সংরক্ষণের কাজ করছে।

www.dawateislami.net

লেখনী: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী লেখনীর মাধ্যমেও আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে সচেতনতা ও সংরক্ষণ করে যাচ্ছে, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খতমে নবুয়তের বিষয়াদির উপর ৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত "সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم " নামক রিসালা লিখেছেন, যেটাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস এবং সেগুলোর ব্যাখ্যামূলক দলিলাদি, সাহাবী ও তাবেয়ীনদের উক্তিসমূহ এবং ওলামায়ে কামিলিনের বর্ণনাকৃত ব্যাখ্যাসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, এইভাবে "মাসিক ফয়যানে মদীনা" 'র বিভিন্ন প্রবন্ধেও আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয় যেমন " নবুয়তের ভবনের আখেরী ইট, খাতামুন নবীয়্যিন এর অর্থ তাফসীরের আলোকে, শানে খতমে নবুয়ত, খতমে দওরে রিসালাত পে লাখো সালাম, খতমে নবুয়ত হাদীসে পাকের আলোকে, আখেরী নবী ও আখেরী উম্মত, আকীদায়ে খতমে নবুয়ত ও সাহাবায়ে কেরামের আকীদা, আকীদায়ে খতমে নবুয়তের সুরক্ষায় উলামাদের ভূমিকা, গোহ কি গাওয়াহি, মির্জায়ী, আহমদী ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য?, কাদিয়ানীদের কৌশল" ইত্যাদি লিখে আকিদায়ে খতমে নবুয়তের পাহারা ও সেটার হেফাযত নিশ্চিত করছেন।

আশিকানে রাসূল ৭ সেপ্টেম্বরকে "আকীদায়ে খতমে নবুয়ত দিবস" উদযাপন করে থাকে, মূলত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে ওলামায়ে হক আহলে সুন্নাতের অনেক বছরের ধারাবাহিক মেহনত ও আশিকানে রাসূলের হাজারো ত্যাগের পর পাকিস্তানে প্রশাসন ও সরকারীভাবে কাদিয়ানীদেরকে

www.dawateislami.net

কাফির ঘোষণা করেছে, সুতরাং কাদিয়ানী দ্বীনে ইসলাম ও পাকিস্তানি আইন উভয়টি অনুযায়ী কাফের আর তাদের ইসলামের কোন নিদর্শনকে দ্বীন হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে এই মহান বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে, এই জয়ন্তী উপলক্ষে "মাসিক ফয়যানে মদীনা" এর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার "সিরাতে খাতামুন নবীয়্যিন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم " নামক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

দরস ও পাঠদান: দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় মাদরাসাতুল মদীনা, দারুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনায়ও শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকগণ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বলেন ও পড়িয়ে থাকেন। ছোট শিশুদেরকে প্রশ্নত্তোর আকারে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেষ নবী হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে থাকে যেখানে জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীদের আকীদার বিষয়ে পড়ানো কিতাবাদির মধ্যে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে আকীদা দলিল সহকারে পড়ানো হয়।

মাদানী চ্যানেল ও কিডস মাদানী চ্যানেল: اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় সম্প্রচারিত মাদানী চ্যানেল একক একটি চ্যানেল "মাদানী চ্যানেল" এর মাধ্যমেও আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে সচেতনতা ও এই আকীদার হেফাযতের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, মাদানী চ্যানেলে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যার মধ্যে মুফতিয়ানে কেরাম, ওলামায়ে কেরাম ও মুবাল্লিগিনে দাওয়াতে ইসলামী আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে বলে থাকেন, "কিডস মাদানী চ্যানেল" এর মাধ্যমেও বিভিন্নভাবে যেমন বয়ান, প্রশ্নত্তোর

www.dawateislami.net

ও কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাতামুন নবী বা শেষ নবী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সোশ্যাল মিডিয়া (দাওয়াতে ইসলামী): দাওয়াতে ইসলামী বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টস যেমন ইউটিউব, ফেইসবুক, ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুফ, টুইটর ও ইন্সাট্রগ্রাম ইত্যাদির মধ্যেও সর্ট ক্লিপস ও পোস্ট ইত্যাদি ভাইরাল করে আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে সচেতনতা ও আকীদায়ে খতমে নবুয়তের সুরক্ষার জন্য আপন আপন খিদমত করে যাচ্ছে, এছাড়া দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব নিউজ "দাওয়াতে ইসলামীর দিন ও রাত" ও হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আখেরী নবী হওয়ার ব্যাপারে ৪০টি হাদিসের আলোকে "আরবায়ীনে খতমে নবুয়ত" নামক (ওয়েব এডিশন) চালু করেছে।

কোর্স: আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে সতর্কতা ও আকীদার সংরক্ষণের জন্য ফয়যানে অনলাইন একাডেমী (দাওয়াতে ইসলামীর) পরিচালনায় ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের "খতমে নবুয়ত কোর্স" করানো হয়ে থাকে।

পঙক্তি: আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খতমে নবুয়তের ব্যাপারে একটি কালাম " মিঠে মদীনে মে বুলা, হে আখিরি নবী" লিখেছেন এবং "খতমে নবুয়তের ব্যাপারে ১৮টি স্লোগান" ও দিয়ে থাকেন।

মুহাম্মদে মুস্তফা সব ছে আখিরি নবী
আহমদে মুজতবা সব ছে আখিরি নবী

www.dawateislami.net

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাও আকীদায়ে খতমে নবুয়তের উপর অটল থাকুন বরং আকীদায়ে খতমে নবুয়তের ব্যাপারে সচেতনতার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের গুরু দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খতমে নবুয়তের সংরক্ষণ ও হেফাযত করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বা'দ আপ কে হারগিয না আয়ে গা নবী নয়া,
ওয়াল্লাহ! ইমাঁ হে মেরা, আখেরী নবী ॥

সমাজ সংশোধন এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের চিন্তাধারা

মাওলানা তাহির আত্তারী মাদানী

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী" যখন শুরু হলো তখন সর্বপ্রথম যেই দ্বীনি কাজটি দিয়ে শুরু হলো তা হলো বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক "সুন্নাতে ভরা ইজতিমা"। এই ইজতিমার সময় "মাগরিবের পর" রাখা হয়েছিলো তো দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খিদমতে আরয করা হলো: বৃহস্পতিবার হলো Working Day, সাধারণত মাহফিল ও জলসা ইত্যাদি রাতে দেরীতে শুরু হয়ে থাকে সুতরাং ইজতিমার সময়ও রাতে আরেকটু দেরী করে শুরু করা উচিত যাতে লোকজন কাজকর্ম সেরে খুব সহজে আসতে পারে। অন্তরে "সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধন" এর মহান স্পৃহা

www.dawateislami.net

ধারণকারী ব্যক্তিত্ব আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উত্তরে শুধুমাত্র দুইটি বাক্য বলেছেন যেটা শুধুমাত্র একজন নেতা ও লিডারই বলতে পারেন। তিনি বললেন: **"আমাকে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে, পুরুষ সে নয় যে সমাজের পেছনে চলে বরং পুরুষ হলো সে যার পেছনে সমাজ চলে।"** (এটার উদ্দেশ্য এটাও ছিলো যে, লোক সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় খুব দ্রুত আসবে তো দ্রুত ঘুমানোর কারণে গুরুত্বপূর্ণ ফরয "ফজরের নামায" জামাত সহকারে আদায় করতে পারবে।)

কেউ খুব সুন্দর বলেছে:

ইরাদে জিন কে পুখতা হো নযর জিন কে খোদা পর হো
তালাতুম খাইয মউজুঁ ছে ওহ ঘাবরায়া নেহী করতে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه উম্মতের প্রাণস্পন্দন! আমীরে আহলে সুন্নাত اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমাজ থেকে অনেক মন্দ বিষয়াদি দূরীভূত করার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা সফলতার চুড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পালন করেছেন।

নিশ্চয় দেশ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো "তরুণ সমাজ"। দাওয়াতে ইসলামী লাখো তরুণ ও তরণীর জীবন বদলে দিয়েছে। দ্বীনি, সামাজিক ও চারিত্রিক অস্থিতিশীলতা থেকে বের করে কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ করার মানসিকতা দিয়েছে বরং অনুসরণকারী বানিয়ে দিয়েছে। সমাজের মধ্যে এই শ্রেণীর শতভাগ সংশোধন সমাজের দ্বীনি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতীর মাধ্যম। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যুবকদের সুন্নাতে ভরা দ্বীনি পরিবেশ উপহার দেন তো সমাজ কলুষিত ফ্যাশনেবল, গুনাহে ফাঁদে আটকে পড়া ও বিভিন্ন ধরনের গুনাহের ভাইরাসে আক্রান্ত যুবক সুন্নাতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

বলা হয় যে, যদি মহিলারা সংশোধন হয়ে যায় তবে পুরো বংশের সংশোধন হয়ে যায় কেননা এই মহিলারাই একদিন সমাজে মা হবে, সুন্নাতের রাস্তা অনুসরণকারী মায়ের প্রশিক্ষণে লালিত পালিত সন্তানরা মাতা পিতার ক্ষমার মাধ্যম হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধকালে সাহারা হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধুমাত্র পুরুষদের নয় বরং মহিলাদের সংশোধনের দায়িত্বও হাতে নিয়েছেন এবং খুবই সুন্দর দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে মহিলাদের সংশোধন ও দ্বীনি প্রশিক্ষণের অসংখ্য সুযোগ করে দিয়েছেন, ইসলামী বোনদের সপ্তাহিক ইজতিমা ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, মাদরসাতুল মদীনা বালেগাত (মহিলাদের), মাসিক গৃহিনী (ওয়েব এডিশন) ইত্যাদি মহিলাদের সংশোধনরই বিভিন্ন মাধ্যম।

শিশুদের প্রশিক্ষণ ও কুরআন শিক্ষার জন্য "মাদরাসাতুল মদীনা" (বালক ও বালিকা) এবং আলিম ও মুফতি বানানোর জন্য "জামেয়াতুল মদীনা" নামক প্রতিষ্ঠান (বালক ও বালিকা) প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয় প্রতিষ্ঠান দারুল মদীনা ও ফয়যানে ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঘরে থাকা বাচ্চাদের সংশোধনের জন্য "কিডস মাদানী চ্যানেল" চালু করা হয়েছে যেটাতে বিভিন্ন কিডসের মাধ্যমে Animated কার্টুন দেখিয়ে বাচ্চাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই চমৎকার চিন্তাধারা দিয়েছেন যে, অপারগ লোকদেরকে বোবা, বধির, অন্ধ, পঙ্গু, লেংড়া ইত্যাদি বলার পরিবর্তে খুব সুন্দর উৎসাহমূলক একটি বাক্য "স্পেসাল পার্সন" বলে থাকেন। সমাজের অংশিদার হওয়ার পরও সমাজের সহায়তা

www.dawateislami.net

ও আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত এই শ্রেণীর লোকদেরকে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি পরিবেশে নেকীর দাওয়াত দিয়ে মসজিদের রাস্তা দেখিয়েছেন। বোবা, বধির লোকদেরকে সাইন ভাষা অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষায় আর ব্লাইন্ড (অর্থাৎ অন্ধদের) জন্য ব্রেইলে প্রবন্ধের ব্যবস্থা করেছেন।

কেউ সত্য কথা বলেছেন যে "যৌবন হলো অবিশ্বস্ত, আর বার্ধক্য হলো বিশ্বস্ত" কেননা যৌবনকাল খুব দ্রুত চলে যায় আর বার্ধক্য কবরের গর্ত পর্যন্ত সাথে থাকে। বৃদ্ধ লোকেরা ঘরে থাকে তো কখনো যুবক সন্তানরা তাদের দ্বারা বিরক্ত হয় আর বাহিরে যায় তো এলাকাবাসীরা নারাজ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সম্মানিত বৃদ্ধ লোকদের জন্য "বুযুর্গুদের মাদানী চ্যানেল" চালু করা হয়েছে যেটাতে তাদের বাকি জীবন সুখে কাটানোর জন্য খুব সুন্দর ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং সমাজের ব্যাধি "শাশুড়ি বউয়ে ঝগড়া" এর সমাধানও দেয়া হয়ে থাকে।

যেমন মিথ্যা বলার অভ্যাস পরিহারের মানসিকতা তৈরী করতে হয় ঠিক তেমনি মন্দ বিষয়াদির চিকিৎসা ভালো বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সমাজকে দ্বীনি ও সামাজিক উন্নতি অবস্থায় দেখতে চান নিশ্চয় সেই উন্নতিই মূলত সফলতা যা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। যখন মন্দ বিষয়াদি দূরীভূত হবে তখন সভ্যতা স্বয়ং নিজেই আসা শুরু করে দিবে। আমাদের সকলেরই উচিত স্বয়ং নিজের ঘর ও সমাজকে ভালো করতে নিজের ভূমিকা পালন করা এবং দাওয়াতে ইসলামীর পদ্ধতি অনুযায়ী নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে দেয়া উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে

www.dawateislami.net

হবে” দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, সমাজের সংশোধন দ্বারা তাঁর দৃষ্টি কেবল একটি বা কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং পুরো বিশ্ব। পুরো বিশ্ব থেকে আবির্ভূত ফিতনা থেকে উম্মতকে বাঁচানের জন্য তাঁর চিন্তাধারা অনুযায়ী দাওয়াতে ইসলামী যুগের চাহিদানুযায়ী অনেক বিভাগ গঠন করেছে যেগুলো আজ উম্মতের সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। “মাদানী মুযাকারায়” বিভিন্ন দেশের শিশুদের “নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী” স্লোগানের মাধ্যমে আপনি এই বিষয়টি খুব সহজে অনুধাবন করতে পারবেন যে, তিনি সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিশুদের প্রশিক্ষণকে কতো গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার এই সংগঠনকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর কার্যক্রম

আসিফ ইকবাল মাদানী

ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম, এটি সহানুভূতিশীল, বরকরতময়, উত্তম আদর্শের অধিকারী, সর্বোত্তম সমাজ ও সামাজিক নীতি সম্পন্ন, সহজ বিধান সম্পন্ন, নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার প্রদানকারী, অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্তিদানকারী, শ্রেণী বৈষম্য নির্মূলকারী, ধনী-গরিবের বৈষম্যতা দূরীভূতকারী, একতার শিক্ষা প্রদানকারী ও অসংখ্য গুণাবলি সম্পন্ন ধর্ম। এই কারণেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি প্রভাবিত হয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছে এবং নিরাপত্তাদানকারী পবিত্র দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

www.dawateislami.net

অমুসলিমদের ইসলামের ছায়াতলে সম্পৃক্ত করার খিদমত প্রত্যেক যুগে একনিষ্ট মুবাল্লিগদের ভূমিকা বিদ্যমান রয়েছে, যারা জান ও মাল বাজি রেখে এই পয়গাম পৌঁছিয়েছেন, দিনরাত এই দ্বীন প্রচারের কাজে সংগ্রাম করেছেন, কেউ হিজরত করে, এই কুরআনে পাকের আয়াতে করীমা শুনিয়ে, কেউ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উত্তম আদর্শ ও নববী শিক্ষা পৌঁছিয়ে দিয়ে, কেউ হাদীস ও ফিকাহ আর কেউ মসজিদ ও মাদরাসার মাধ্যমে ইসলামী মারকায প্রতিষ্ঠা করে এই খিদমত ও অমুসলিমদের কাছে হিকমত ও বুদ্ধিমত্তায় এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছে আর যাকে আল্লাহ পাক চেয়েছেন তাঁর মাধ্যমে ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন।

বর্তমান সময়ে কুরআন ও সুন্নাতের বাণী প্রচারকারী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীও অমুসলিমদের খুবই সহানুভূতিশীল পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগগণ না শুধুমাত্র মুখে বরং নিজেদের আদর্শ ও কাজকর্মের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার করে যাচ্ছে। আফ্রিকার একটি দেশ মালাভীতে দাওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগের মাধ্যমে এই পর্যন্ত ৪ হাজারের চেয়েও বেশি লোক ইসলামের ছায়াতলে চলে এসেছে, নও মুসলিম কোর্সের মাধ্যমে তাদেরকে দ্বীনি প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বরং মাদরাসাতুল মদীনার মাধ্যমে কুরআনে পাকও শিখানো হচ্ছে । বিগত বছরেও নিগরানে শূরা মাওলানা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী মালাভী দেশের সফরে এক ইজতিমার মধ্যেই ১১০০ চেয়েও বেশি মানুষ কালেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

www.dawateislami.net

করেছে। একইভাবে বিশ্বজুড়ে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর কাজে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে, ওলামায়ে কেরাম হোক বা অন্যান্য মুবাল্লিগ সকলেই অমুসলিমদেরকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিত্যদিনই এই সুসংবাদ আসতে থাকে যে, অমুক দেশে কেউ ইসলামের ছায়াতলে এসেছে বা অমুক সম্প্রদায়ের এত এত লোক একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নিজের ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে তাওবা করে নিয়েছে। অনেক সময় হাজারো লোক একসাথে কালেমা পাঠ করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে নেয়, এদের মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ও রয়েছে এমনকি তাদের একটি ধর্মীয় যাজক ইসলাম কবুল করার পর দরসে নিযামী (আলিম কোর্স) ও করে নিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নও মুসলিমদের দ্বীনি, চারিত্রিক ও শরয়ী প্রশিক্ষণ এবং মুশাওয়ারাত (Counselling) এর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মধ্যে পূর্নাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে। এই দ্বীনি সংগঠনের মারকাযি মজলিস শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী ইমরান আত্তারী নিজের "ফরিয়াদ" নামক প্রবন্ধে লিখেন: আজ পর্যন্ত যতো অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করেছে আল্লাহ পাক তাদের ও আমাদের সকলের ঈমান হেফাযত করুক, এসব লোক ইসলাম কবুল করার পর বিপদে পতিত হয়ে অথবা শয়তানী কুমন্ত্রণায় পড়ে যেনো মুখ ফিরিয়ে না নেয়, এজন্য দাওয়াতে ইসলামী নিয়মতান্ত্রিক দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, দাওয়াতে ইসলামীর একটি পরিপূর্ণ বিভাগ "ফয়যানে ইসলাম" এই কাজটি সম্পাদন করছে, পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশে এই বিভাগের নাম "Welcome to Islam", নও মুসলিমদের (New Muslims) কে নিয়মতান্ত্রিক দাওয়াত দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে সময় নিয়ে তাদেরকে কোর্স করানো হয়ে থাকে যেটাতে ইসলামী মৌলিক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বলা হয় এবং শিখানো হয়ে থাকে,

www.dawateislami.net

এর মাঝে তাদেরকে Hostel Facility দিয়ে তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটা দাওয়াতে ইসলামী করছে, কেননা আপনারাও হয়তো শুনে থাকেন যে, অমুক ইসলাম গ্রহণ করেছে বা অমুক ইসলাম কবুল করেছে কিন্তু এরপর কি হলো? এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর খোদা না করুক যদি সে নিজের অতীতের ভ্রান্ত ধর্মকে গ্রহণ করে নেয় তো মুরতাদের হুকুম তার উপর আরোপিত হবে, সুতরাং আল্লাহ পাকের রহমতে দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারগণ এই ব্যাপারে খুবই সচেষ্ট (Sensitive) রয়েছে।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, সেপ্টেম্বর ২০২২)

ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য আকাঈদ ও দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্বঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশে নও মুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের পর ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ছেড়ে দেয় হয় না বরং বিভিন্ন দ্বীনি কোর্সের মাধ্যমে আকাঈদ ও ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক অবগত করানো হয়ে থাকে, এই বিষয়ে একটি "নও মুসলিম কোর্স" এর ব্যবস্থা রয়েছে যেই কোর্সটি ৭দিনেরও হয়ে থাকে এবং ৭২ দিনেরও, এটির দৈনিক সময়কাল হলো ৬ ঘন্টা, এটাতে তাদেরকে অযু ও পবিত্রতা, কায়দা, নামাযের বিষয়াদি, নামাযের ব্যবহারিক পদ্ধতি, নামাযের বিধি বিধান, দ্বীনের অন্যতম গুণাবলি, ইবাদত ও ইসলামী আকীদার শিক্ষা দেয়া হয়।

★ ঈমানের বিষয়ে বিশেষ করে ঈমান, শিরক ও কুফরের পরিচয় এবং ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝানো হয়।

★ ইসলামী আকীদার মধ্যে বিশেষ করে আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ঈমান এছাড়া ফেরেশতা, আসমানি কিতাবাদি, আম্বিয়া ও রাসূলগণ, কিয়ামত, তাকদির ও ইন্তেকালের পর পুনরুত্থানের উপর ঈমানের

www.dawateislami.net

বিস্তারিত বিষয়াদির সাথে সাথে জ্বিন জাতি, কবরের আযাব, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও দোযখ এবং কিয়ামতের ব্যাপারে ইসলামী আকীদা প্রসঙ্গে অবহিত করা হয়।

★ পবিত্রতার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অযু, গোসলের পদ্ধতি, তায়াম্মুম, কাপড় পাক করার পদ্ধতি ও হায়েয ও নিফাসের দ্বীনি বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

★ ইবাদতের মধ্যে বিশেষ করে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির বর্ণনা, প্রথম চার কালেমা, ঈমানে মুফাসসাল ও ঈমানে মুজমাল এবং সূরা ইখলাস অনুবাদসহ মুখস্ত করানো ইত্যাদি সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه নও মুসলিম ভাইদের এই পাঠদানের সাথে সম্পৃক্ততার অনেক উপকারের সাথে সাথে একটি খুবই চমৎকার উপকার এটিও অর্জন হয় যে, তারা স্থায়ীত্বের সাথে দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় আর নেকী ভরা পরিবেশের মধ্যে আনন্দ লাভ করে এই কারণেই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য অর্জনকারীরা দীর্ঘদিন যাবত দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ইলম ও আমলে উন্নতি ও দ্বীনের প্রচার কাজে মশগুল থাকে। আসুন! এই বিষয়ে কিছু বিষয় লক্ষ্য করি:

★ ২০০৮ সালে ইসলাম কবুলকারী মুহাম্মদ হামিদ রযা জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে অক্টোবর ২০২২ এ আলিম কোর্স সম্পন্ন করে আর শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্থাৎ আলিম কোর্সে পড়ানোর দায়িত্ব পালন করছে।

www.dawateislami.net

★ ২০১৩ সালে ইসলাম গ্রহণকারী আব্দুল্লাহ ২০২২ সালে ৭দিনের ফয়যানে নামায কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করে, ২০২৩ সালে একমাসের ইতিকাফও করে এবং সর্বশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য ইমাম কোর্স করছিলো।

★ ২০২২ সালে ইসলাম গ্রহণকারী একজন ইসলামী ভাই যার নাম মুহাম্মদ বিলাল রাখা হয়েছিলো, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করেছে, ৭ দিনের ফয়যানে নামায কোর্স করলো, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ১ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং শেষের খবর পর্যন্ত ৭ মাসের কায়দা নাযেরা কোর্স করছিলো।

★ ২০১২ সালে ইসলাম গ্রহণকারী এক ইসলামী ভাইয়ের নাম রাখা হলো ফারুক, সে ২০২৩ সালে জানুয়ারিতে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতি কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করে, সে কোহরাওয়া শহর, জেলা বদীন, সিন্দে নও মুসলিম বসতীর যিম্মাদার হয়েছে।

★ ২০১৬ সালে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাম্মদ ঈসমাইল জানুয়ারি ২০২৩ সালে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যত কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করে আর সেই বছর একমাসের ইতিকাফও করে, সেও কোহরাওয়া শহর, জেলা বদীন, সিন্দে নও মুসলিম বসতীর যিম্মাদার।

এই গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত এই বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে অমুসলিমদের ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার পর তাদেরকে দ্বীনি বিষয়াদি শেখানোর প্রতি বিশেষ নজরদারি দেয়া হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা খুবই মহান কাজ যে, কোন অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া, তাকে কালেমা পড়ানো আর তার ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়া। সায়্যিদি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অনেকবার এটা বলেছেন যে, মানুষের সবচেয়ে বড় উপকার হলো তাকে মুসলমান বানানো যাতে সে দুনিয়ার সাথে সাথে পরকালেও সফল হতে পারে। নিরাপদ অবস্থায় হোক বা যুদ্ধের সময় হোক আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম অগ্রাধিকার এটাই হতো যে, অমুসলিমরা ঈমান কবুল করুক, ইসলামের ছায়াতলে চলে আসুক। খায়বারের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে পতাকা প্রদান করলেন তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি কাফেরদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করতে থাকবো যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো (মুসলমান) হয়ে যায়? তো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "নম্রতার সাথে যাও যতক্ষণ না তুমি তাদের ময়দানে অবতরণ করো, অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যেই হক তাদের উপর আরোপ হয়ে থাকে সেটার ব্যাপারে তাদেরকে অবগত করো, আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আল্লাহ পাক তোমাদের কারণে কোন একজনকেও হিদায়ত দান করেন তবে সেটা তোমাদের জন্য লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম।" (মুসলিম, ১৩১১ পৃ:, হাদীস: ২৪০৬। বুখারী, ৩/৮৫, হাদীস: ৫২১০) অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং তাদের কল্যাণ ও পরকালের সফলতার জন্য তাদের হিদায়ত করা (মূল উদ্দেশ্য)। সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফুয়ুযুল বারী, ১২ খন্ড, ৩৭১ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটার সারাংশ: সিংহভাগ ফুকাহায়ে ইসলামের মতাদর্শ হলো

www.dawateislami.net

এটা যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব আর যদি তাদেরকে পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়ে থাকে তবে যুদ্ধের পূর্বে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। বিশ্ব বিখ্যাত ওলামা আল্লামা কা'শানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন, যদি কাফেরদের নিকট পূর্বে দাওয়াত না পৌঁছে থাকে তাহলে মুসলমানদের উপর আবশ্যক হলো তাদেরকে মুখে দাওয়াত দিবে। আল্লাহ পাক বলেন:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

(পারা: ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়।

অর্থাৎ যদি তাদের কোন সংশয় ও সন্দেহ হয় তবে সেগুলো দূরীভূত করুন যাতে প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং জিহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে হত্যা করা নয় বরং জিহাদ ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ফরয। যদি দাওয়াতের দ্বারা সে ইসলাম কবুল করে নেয় তবে তা থেকে উত্তম আর কি হতে পারে? উপরে উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনায় হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী "যদি তোমাদের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও হিদায়ত প্রাপ্ত হয় তবে সেটার তোমাদের জন্য লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম।" সেই আদেশের প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া হলো তিনি যেনো দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে ইসলামের ফয়যান অব্যাহত রাখেন আর আল্লাহ পাক সেটাকে অটলতা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

আলহাজ্ব আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مدظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ماشاءاللہ الکریم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net